দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 OCT 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২৫ ... ৪ ...

মনিপুর স্কুল ঘিরে কোচিং সেন্টার

চালান শিক্ষকরাই, গেটে থাকে কড়া পাহারা

■ নিজামুল হক

কোচিং বন্ধে নীতিমালা জারি করা হলেও এ নিয়ে বাণিজ্য মোটেও বন্ধ হয়নি। রাজধানীর মিরপুরে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ঘিরে মনিপুরসহ আশপাশের এলাকায় গড়ে উঠেছে অগণিত কোচিং সেন্টার। মূলত বিদ্যালয়টির শিক্ষকরাই নিজ নিজ বাসায় এসব কোচিং সেন্টার গড়ে তুলেছেন। তবে কোচিং বাণিজ্যের বিষয়টি যাতে বাইরে বেশি প্রচার না হয় সে কারণে গেটে বসানো হয়েছে কড়া পাহারা। সবসময় বন্ধ রাখা হয় গেট। পরিচিত ছাড়া অন্য কাউকেই ঢুকতে দেন না দারোয়ান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন অভিভাবক জানান, স্কুলটির ২টি মূল ক্যাম্পাস ও ৩টি শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। এসব ক্যাম্পাস এলাকার পাশাপাশি গোটা মিরপুরে ছড়িয়ে পড়েছে কোচিং বাণিজ্য। যে বাড়িতেই স্কুলের শিক্ষকরা থাকছেন, সেটিই পরিণত হচ্ছে কোচিং সেন্টারে। মনিপুর স্কুলের ক্লাসরুম যেন শুধুই আনুষ্ঠানিকতার জায়গা। শিক্ষকের বাসাই ক্লাসরুমে পরিণত হয়েছে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখনো শিক্ষকদের কাছে জিম্মি। স্কুল ক্যাম্পাসের আশপাশে প্রায় প্রতিটি ফ্ল্যাট বাড়িতে মনিপুর স্কুলের শিক্ষকরা পড়ে তুলেছেন একেকটি কোচিং সেন্টার।'

সূত্র জানায়, এই স্কুলে বর্তমানে ২৭ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। মিরপুরের মনিপুরে ২টি মূল ক্যাম্পাস ছাড়াও রূপনগর, ইব্রাহিমপুর এবং পেওড়াপাড়ায় রয়েছে ৩টি শাখা ক্যাম্পাস। শিক্ষকের সংখ্যা সাড়ে ৫শ। এর মধ্যে ৪শ শিক্ষকই নিয়মিত কোচিংয়ে পড়ান। কমপক্ষে দুইশ শিক্ষক ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে পড়ান বলে সূত্রটি দাবি করেছে।

রূপনগরের 'কোচিং রোড': সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকার ১৩ নম্বর সড়কটি 'কোচিং রোড' নামে পরিচিতি পেয়েছে। কারণ এই সড়কের দুইটি বাড়িতেই রয়েছে ৭টি কোচিং সেন্টার। সড়কের ৪ নম্বর বাড়ির ৬ তলা ভবনের ১০টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ৬টি ফ্ল্যাটেই কোচিং করান

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

মনিপুর স্কুল ঘিরে

২৪ পৃষ্ঠার পর

মনিপুর স্কুলের ৬ জন শিক্ষক। এরা হলেন: ইংরেজির সাইফুল্লাহ, আব্দুল লতিফ ও শামীম মণ্ডল, পদার্থের যুবায়ের, রসায়নের তুহিন এবং হিসাববিজ্ঞানের মাইনুদ্দিন। তারা প্রায় ৭ শতাধিক শিক্ষার্থীকে পড়ান, সবাই মনিপুর স্কুলের। বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ বাসায় ভিড় লেগেই থাকে। প্রতি বিষয়ের জন্য প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে নেয়া হয় ১ হাজার টাকা। ওই শিক্ষকরাই ফ্ল্যাটগুলোর মালিক। আর তাদের অর্থের উৎস এই কোচিং বাণিজ্য। একই সড়কের ১২ নম্বর বাসায় পড়ান বাংলার শিক্ষক ফিরোজ। এই শিক্ষক বাংলা বিষয়ের হলেও তার কাছে বিভিন্ন বিষয় পড়েন শিক্ষার্থীরা।

একই এলাকার ১৬ নম্বর সড়কের ৩৩ নম্বর বাসায় গ্রাইডেট পড়ান ৪ জন শিক্ষক। আলমগীর জামিল ও তাজুল ইসলাম পড়ান ইংরেজি, মিজান পড়ান অংক এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়ান তুহিন। একই সড়কের ১০ নম্বর বাসার ৪র্থ তলায় বসবাস করেন দেলোয়ার। তিনি একই স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। প্রতিবেশীদের তথ্য অনুযায়ী তিনি ২শ শিক্ষার্থীকে পড়ান। ১০ নম্বর সড়কের ৮ নম্বর বাসায় কৃষি বিজ্ঞান পড়ান আওলাদ হোসেন। তিনি স্কুলের রূপনগর শাখার শিক্ষক। ৭ নম্বর সড়কের ১৭ নম্বর বাসায় পড়ান জাকির হোসেন। তিনি মূল স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে চাকরির সুবাদে তার পরিচিতিও বেশি। এ কারণে তার কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীর চাপও বেশি।

এছাড়া মূল স্কুলের ধর্ম বিষয়ের শিক্ষক নাসরুল্লাহ মাহাদী একটি বড় কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন। শাখা স্কুলের ধর্ম শিক্ষক ধর্ম ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় পড়ান। এছাড়া মাসুক হাসান, হাসান মাহমুদ, জিয়াউল ইসলামসহ স্কুলটির অন্য শিক্ষকরাও কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক আলমগীর জামিল বলেন, কোন ছাত্র ক্লাসে ভালভাবে না বুঝলে সে বাসায় আসে। তবে আমি কোন শিক্ষার্থী পড়াই না। স্কুল থেকে কোচিংয়ের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেয়া আছে। আমি তা মেনে চলি। তবে পরক্ষণেই তিনি দাবি করেন, আমি শতাধিক শিক্ষার্থী পড়াই না। যদি অভিভাবকরা বলে থাকেন আমি শতাধিক শিক্ষার্থী পড়াই এবং তা যদি বিশ্বাস করেন তবে লিখতে পারেন।

এ ব্যাপারে স্কুলের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে গঠিত মনিটরিং কমিটির সদস্য সচিব মোস্তফা কামাল জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর বাইরে তিনি আর কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।